ঝিনাইদহে আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়ে জন্মাষ্টমী পালন

আজ ১৬ আগস্ট শনিবার শুভ জন্মাষ্টমী। সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের আরাধ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন এবং ধর্ম রক্ষার্থে মহাবতার রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

সেই উপলক্ষে প্রতিবছরের মতো এবারও শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষে পালন করা হয় জন্মাষ্টমী। এরই ধারাবাহিকতায় ঝিনাইদহের সনাতন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়ে জন্মাষ্টমী পালন করেছে।

প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে দ্বাপর যুগে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে মহাবতার শ্রীকৃষ্ণ ধরাধামে আবির্ভূত হন। অত্যাচারী ও অসুরদের বিরুদ্ধে শান্তিপ্রিয় সাধুজনের রক্ষার লক্ষ্যে তিনি মথুরার কংসের কারাগারে জন্মগ্রহণ করেন।

শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমনে তিনি ব্রতী ছিলেন। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ তাই ভগবানের আসনে অধিষ্ঠিত। অবতার হয়ে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম নিয়েছিলেন মাতা দেবকীর গর্ভে।

ঝিনাইদহে শ্রী শ্রী মদন মোহন মন্দির থেকে জন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পুনরায় মন্দিরে এসে শেষ হয়।

র্যালিতে ঝিনাইদহের বিভিন্ন মন্দির ও এলাকা থেকে ভক্তবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া অনুষ্ঠানসূচির মধ্যে প্রসাদ বিতরণ ও ধর্মীয় আলোচনা ছিল।

শ্রী শ্রী মদন মোহন মন্দিরের সভাপতি অলোক কুণ্ডু ও সাধারণ সম্পাদক সুশান্ত সরকার জানা, প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখে আমরা জন্মাষ্টমীর র্যালি সম্পন্ন করেছি।

কুতুবপুরে ধর্মগুরু নিগামানন্দের ১৪৬ তম জন্মোৎসব পালিত

হিন্দু ধর্মীয় গুরু নিগমানন্দ সরস্বতীর ১৪৬ তম বার্ষিক সার্বভৌম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে তিনদিন ব্যাপি আয়োজিত নানা কর্মসূচিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার ভক্ত অনুরাগীদের পদচারনায় এখন মুখরিত তার জন্মতিথি মেহেরপুরের কুতুবপুরে। সকাল থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে হাজার হাজার নারী পুরুষ ও শিশুরা আসছেন।

তন্ত্র, জ্ঞান, বেদান্ত, যোগ, ভক্তি বা প্রেম দর্শন নিয়ে শ্রীচৈতন্য ও শংকরের দর্শনের সমন্বয়ে একটি নতুন ধর্মমত প্রচার করেন। স্বামী নিগমানন্দ পরমহংস” যিনি “স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংস” নামেও পরিচিত ছিলেন। আধ্যাতিক এই ধর্মগুরুর ভক্ত অনুরাগী রয়েছে ভারত, নেপাল, ভুটান, মায়ানমার, শ্রীলংকা, আস্ট্রেলিয়া আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে এসেছেন হাজার হাজার নারী-পুরুষ। সাঁথে এনেছেন শিশুদেরকেও।

ভক্তরা জানান, এহকালের সব কিছুই বিলিয়ে দিয়েছি গুরুর চরনে। ভালমন্দ সবই তার কৃপা। এখানে আসতে পেরে নিজেকে পাপ মুক্ত হয়েছেন বলে মনে করছেন ভক্তরা।

রাজশাহী থেকে এসেছেন ডাক্তার সুকর্ণ ঘোষ,তিনি বলেন অনেক ছোট বেলা থেকে তিনি কুতুবপুর আশ্রমে আসেন পরিবারের সাথে। মনের অজান্তে সেই থেকেই গুরুর পায়ে নিজেকে সোপর্দ করেছি। সারা জীবন প্রতি বছরেই এখানে এসে গুরুকৃপা নিতে চাই।

যশোরের কলেজ শিক্ষার্থী পুষ্পিতা ঘোষ জানান, আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক ইশ্বরের নৈকট্য প্রাপ্ত ছিলেন শ্রী নিগামানন্দ। মেহেরপুরের কুতুবপুর ছিল তার বসতভিটা। এখানে আসতে পেরে নিজেকে আত্নশুদ্ধির সুযোগ হয়েছে। তবে নিগামানন্দের বসতভিটার জমিজমা এখন বেদখল। সেই সমস্ত জমিজমায় অনেক ইতিহাস ও গুরুর স্মৃতি জড়িয়ে আছে। সরকারের কাছে সেগুলি উদ্ধারের দাবী জানান এই অনুসারী।

আশ্রমের ট্রাস্টি সদস্য নব কুমার জানান, প্রতি বছর এখানে দেশের ৬৪ জেলা থেকে অনুসারীরা আসেন। বিদেশ থেকেও আসেন অনেকে। প্রায় বিশ

হাজার অনুসারীরা এখানে জমায়েত হয়ে প্রার্থনায় মিলিত হন। অনেক সময় নিরাপত্তা নিয়ে শংকা থাকে। অনুসারীদের নিরাপত্তা খাদ্য সরবারাহে সরকারের উদ্যোগ নেয়ার দাবী করেন তিনি।

তিনদিন ব্যাপি এই আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন, সমগ্র ভারত বর্ষের নিগামনন্দ ট্রাস্টের সভাপতি ভারতের আসাম রাজ্যের সভাপতি স্বামী দিগানন্দ স্বরসতি। তিনি বলেন, ধর্মের লক্ষ এক, মানুষের প্রেম এক, ইশ্বর এক, আল্লাহ এক। শুধুমাত্র পাওয়া ও চাওয়ার রাস্তা ভিন্ন। আমরা সবাই একই পথের যাত্রী।

দর্শনায় পবিত্র আশুরা উপলক্ষে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

দর্শনার বিভিন্ন স্থানে পবিত্র আশুরা পালিত হয়েছে। গত রবিবার দর্শনা পৌর এলাকায় পবিত্র আশুরা উপলক্ষে ছিন্নি বিতরণ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে প্রতিবছর দর্শনা চটকাতলা ছিয়া মুসলিমরা তাজিয়া উত্তোলন করলেও এবারের আশুরায় তাজিয়া উত্তোলন করেননী।

এ বিয়ষ জানতে চাইলে মিষ্টার ও মনজুর জানান, এ বছর প্রতিদিন বৃষ্টি হচ্ছে। ফলে বৃষ্টির করণে এবার তাজিয়া উত্তোলন করা সম্ভব হয়নি। তবে আমার প্রতি বছরের ন্যায় এলাকার ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মধ্যে ছিন্নি বিতরণ ও দোয়া মাহফিল করা হয়েছে। এছাড়া দর্শনা পৌর এলাকায় সুন্নি মুসলিমরা ছিন্নি বিতরণ করেছে।

এদের মধ্যে রামনগর বটতলা ক্লাব, দর্শনা চটকাতলা বিহারী পট্টি, ঈশরচন্দ্র পুর ইট ভাটা পাড়া যুব সমাজ, পরানপুর বেকার মোড়ের পাপ্পু, আলো, মামুন, হামিদুল, শিমুলসহ বেশ কিছু যুবদের উদ্যোগে ২ দফায় ছিন্নি বিতরণ ও দোয়া মাহফিল করা হয়।

এছাড়া দর্শনা পৌর এলাকার বেশ কিছু স্থানে ছিন্নি বিতরণ ও দোয়া মাহফিল করা হয় বলে জানা গেছে।

মেহেরপুরে রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে সনাতন ধর্মবিশ্বাসীদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকাল পাঁচটার দিকে সনাতনী রীতি অনুযায়ী এ রথযাত্রা শুরু হয়। মেহেরপুর শহরের হরিসভা মন্দিরের সামনে থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে রথযাত্রাটি একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

হিন্দু ধর্মের অনুসারীরা এ সময় শ্রী জগন্নাথ দেবের জয়গান করেন। শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ বয়সের ধর্মানুসারীরা রথযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। এর পূর্বে মন্দিরে পূজা-আর্চনা আয়োজন করা হয়। রথযাত্রা শেষে অনুসারীদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, হরিসভা মন্দিরের সভাপতি বিকাশ সাহা, সহ-সভাপতি বিধান চন্দ্রনাথ, সাধারণ সম্পাদক কিশোর পাত্র, সহ-সাধারণ সম্পাদক মদন কর্মকার সহ আরো অনেকে।

ঝিনাইদহে ছাত্রশিবিরের কুরআন পাঠ প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ঝিনাইদহ শাখার উদ্যোগে কুরআন পাঠ প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (২৪ মে) সকালে শহরের হামদহ বাইপাস এলাকায় জেলা জামায়াতের কার্যালয়ে সংগঠনটির জেলা শাখার আয়োজনে আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

শিবিরের জেলা শাখার সভাপতি মো. আরিফ হোসেনের সভাপতিত্বে, সেক্রেটারি মো. ওবাইদুর রহমান খানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ছাত্রশিবির কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও কেন্দ্রীয় স্পোর্টস সম্পাদক এস. এম. ইঞ্জিনিয়ার তানভীর উদ্দিন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ শহর শাখার সভাপতি মেহেদী হাসান রাজু। এছাড়াও ছাত্রশিবিরের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ ও অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে আলোচনা সভা শেষে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে প্রথম ৩০ জন বিজয়ীকে নগদ অর্থ ও সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। পাশাপাশি বাছাইকৃত আরও ৭০ জনসহ মোট ১০০ জন অংশগ্রহণকারীকে উপহার হিসেবে পবিত্র কুরআন শরীফ প্রদান করা হয়। ১১ মে পবিত্র কুরআন দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় অনলাইনের মাধ্যমে জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১ হাজার শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

আয়োজকরা জানান, নতুন প্রজন্মের মাঝে কুরআন চর্চার ধারা বজায় রাখা এবং তাদের হৃদয়ে আল-কুরআনের শিক্ষাকে জাগ্রত করতেই এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তারা কুরআনের আলোকে সুন্দর চরিত্র গঠনের আহ্বান জানান।

ঝিনাইদহে জ্যোতিষের কার্যালয়ে ভাংচুর ও আগুন

ইসলাম ধর্ম নিয়ে ফেসবুকে অবমাননাকর পোস্ট করাই সাঈদ নামে এক ব্যক্তির কার্যালয়ে ভাংচুর ও আসবাবপত্রে আগুন দিয়েছে মুসল্লিরা।

শনিবার (৩ মে) সন্ধ্যার পরে ঝিনাইদহ শহরের পাগলাকানাই সড়কের সাদাতীয়া মসজিদ সংলগ্ন বিউটি সুপার মার্কেটে “রাশিফল নির্ণয় জ্যোতিষ গণনা কার্যালয়” নামে মোল্লা মোঃ আবু সাঈদ চিশতীর কার্যালয়ে এই ঘটনা ঘটে।

মাগরিবের নামাজ পড়ে বিক্ষুব্ধ মুসল্লিরা একজোট হয়ে এই ঘটনা ঘটায়। এসময় মুসল্লিদের নেতৃত্ব দেন জেলা ইসলামী আন্দোলনের সভাপতি ডাঃ মোমতাজুল করিম। আগুন দেওয়ার সময় জ্যোতিষ আবু সাঈদ কার্যালয়ে ছিলেন না।

মুসল্লিদের অভিযোগ জ্যোতিষ মোল্লা মোঃ আবু সাঈদ নামাজ নিয়ে অবমাননাকর পোস্ট করেছেন ফেসবুকে। যেকারণে ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা মনে আঘাত পেয়েছেন। এই ঘটনায় এশার নামাজ পড়ে সাদাতীয়া মসজিদের ঈমাম মুফতি ইসমাইল হোসেন বেলালীর নেতৃত্বে জ্যোতিষ আবু সাঈদকে গ্রেফতারের দাবিতে মিছিল করা হয়। মোল্লা মোঃ আবু সাঈদ চিশতী বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রোলজার্স সোসাইটির সদস্য। তার রেজি নং ১৯৪৫(১২১)৯৮।

অভিযোগের বিষয়ে তার মোবাইল নাম্বারে কল করলে তা বন্ধ পাওয়া যায়।

সাদাতীয়া মসজিদের ঈমাম মুফতি ইসমাইল হোসেন বেলালী বলেন, সদর থানার ওসি জ্যোতিষ আবু সাঈদকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতার করে আইন হেফাজতে নিবেন বলে আশ্বস্থ করেছেন। তিনি বলেন, আমরা কোন ধর্মের বিপক্ষে নই। তবে কেউ ইসলাম ধর্মকে অবমাননা করলে সহ্য করবো না।

মেহেরপুরে হজযাত্রীদের একদিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় এবং মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় ২০২৫ সালের হজযাত্রীদের জন্য একদিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি উভয় ব্যবস্থাপনায় এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

বুধবার সকাল সাড়ে ৯টায় মেহেরপুর জেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সম্মেলন কক্ষে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সুপারভাইজার মোহাম্মদ আমানুল্লাহ এবং

পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মাওলানা আব্দুল হামিদ।

কর্মশালায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক এ. জে. এম. সিরাজুম মনিরের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ। তিনি হজযাত্রীদের উদ্দেশে বলেন, “আমরা সবাই আল্লাহর মেহমান, আল্লাহর জন্যই হজে যাচ্ছি। আল্লাহর উপর ভরসা রেখে সুস্থভাবে হজ পালন করুন এবং ফিরে এসে দেশ ও পরিবারের জন্য দোয়া করুন।”

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা সিভিল সার্জন ডা. এ. কে. এম. আবু সাঈদ। তিনি বলেন, “হজযাত্রীদের যথাযথ স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং মেনিনজাইটিস ও ইনফ্লুয়েঞ্জা টিকা গ্রহণ বাধ্যতামূলক। স্বাস্থ্য সনদ গ্রহণ করে নির্ধারিত টিকাদান কেন্দ্রে উপস্থিত থাকার অনুরোধ করছি।”

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ওয়ালিউল্লাহ, অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার আব্দুল করিম এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাস্টার ট্রেইনার মাওলানা মো. আব্দুল হামিদ।

প্রশিক্ষণে মেহেরপুর জেলার মোট ১৯০ জন হজযাত্রীর মধ্যে ১৫২ জন অংশগ্রহণ করেন। সকাল ৯টা ৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলে।

ফিলিস্তিনে গণহত্যার প্রতিবাদে মেহেরপুরে বিএনপির গণমিছিল

গাজা ও রাফায় ইসরায়েলি বর্বরোচিত গণহত্যা বন্ধের দাবিতে, নির্যাতিত ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানিয়ে ও ইসরায়েলি আগ্রাসনের প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলা বিএনপি এক গণমিছিলের আয়োজন করে।

শনিবার বিকেল ৫টার দিকে কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য ও মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে

মেহেরপুর শহরের বামুনপাড়া পন্ডের ঘাট এলাকা থেকে মিছিলটি বের হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কাথুলি বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে শেষ হয়।

গণমিছিলে গাজায় ইসরায়েলি গণহত্যার প্রতিবাদে নানা ধরনের স্লোগান দেওয়া হয়।

এ সময় মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, জেলা বিএনপির সাবেক দপ্তর সম্পাদক আবু সুফিয়ান হাবু, পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু ওবাইদুল্লাহ সেন্টু, সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা জাসাসের সভাপতি মাহফুজুর রহমান অশেষ, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজি,সহ জেলা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

এর আগে পন্ডের ঘাট এলাকায় মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সভাপতিত্বে এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন বলেন, “ফিলিস্তিনে অবিলম্বে গণহত্যা বন্ধ করতে হবে। জাতিসংঘকে অবশ্যই ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। সারা বিশ্বের মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসরায়েলকে রুখে দাঁড়াতে হবে। ইসরায়েলের পণ্য বর্জন করতে হবে।”

মেহেরপুরে আল্লাহ ও ধর্ম নিয়ে কটুক্তিকারী দুজন গ্রেফতার

মেহেরপুরে ধর্ম ও আল্লাহকে নিয়ে কটুক্তি ও ফিলিস্তিনি হামলার স্বপক্ষে পোস্টদানকারী দুইজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল বুধবার তাদেরকে গনপিটুনী দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেন

স্থানীয়রা। তাদের বিরুদ্ধে সদর থানায় মামলা হওয়ায় ওই মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে তাদেরকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতরা হচ্ছে- মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামের মশিউর রহমান কালুর ছেলে চঞ্চল মাহামুদ(২৯) ও গাংনী উপজেলার সহোগলপুর গ্রামের বাবলু রহমানের ছেলে হাফিজুল ইসলাম(২৭)।

মেহেরপুর সদর থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন জানান, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফিলিস্তিনে হামলার স্বপক্ষে কথা বলায় এবং ইসলাম ধর্ম নিয়ে কটুক্তি করায় চঞ্চল মাহমুদ নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে এক মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়। মানববন্ধনে চঞ্চলের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানাই বক্তারা। মানববন্ধন করার আগেই পুলিশ চঞ্চল মাহমুদকে গ্রেফতার করে।

অপরদিকে মানববন্ধন চলাকালে সেখানে উপস্থিত হয়ে আল্লাহ তায়ালাকে নিয়ে কটুক্তি করার হাফিজুর রহমান নামে এক যুবককে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করে স্থানীয় জনগণ।

এদের দুজনের বিরুদ্ধে সদর থানায় পৃথক দুটি মামলা রুজু করা হয়।

মেহেরপুরে আল্লাহকে নিয়ে কটূক্তি, যুবককে গণধোলাই

মেহেরপুর শহরে আল্লাহকে নিয়ে কটূক্তি করায় হাফিজুল ইসলাম (৩৫) নামের এক রিকশাচালককে গণধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে সোপর্দ করেছে জনতা।

বুধবার (৯ এপ্রিল) দুপুরে মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে এই ঘটনা ঘটে। হাফিজুল মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সহোগলপুর গ্রামের বাসিন্দা এবং বাবলুর ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঘটনার সময় মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে ইসলাম, মুসলিম, ঈমান ও ফিলিস্তিন বিষয়ে কটূক্তির প্রতিবাদে মানববন্ধন চলছিল। এ মানববন্ধনটি মেহেরপুরের আলোচিত নাস্তিক

চঞ্চল আহমেদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে আয়োজন করে জেলা তৌহিদী জনতা।

মানববন্ধন চলাকালীন হাফিজুল রিকশা চালিয়ে পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আল্লাহকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করলে উপস্থিত জনতা ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে ধরে গণধোলাই দেয়। পরে তাকে সদর থানা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেসবাহ উদ্দীন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

প্রসঙ্গত, এর আগে মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামের চঞ্চল আহমেদ তার ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডিতে ইসলাম, ধর্ম ও ফিলিস্তিন নিয়ে কটূক্তি করেন। তারও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা খেলাফত মজলিসের সভাপতি মুফতি হুসাইন আহমাদ, সাধারণ সম্পাদক মুফতি মিনারুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মুফতি মাহবুবুর রহমানসহ স্থানীয় তৌহিদী জনতা।